

১. চতুর্দশপদী কবিতার অষ্টকে মূলত কী থাকে?
২. 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ হতে গৃহীত?
৩. 'কপোতাক্ষ নদ' রচনাকালে কবি কোথায় অবস্থান করছিলেন?
৪. মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর কীর্তি কোনটি?
৫. কবি বঙ্গের সংগীতে কার নাম নিয়েছেন?
৬. 'কপোতাক্ষ নদ' কোন ধরনের কবিতা?
৭. সাগরদাঁড়ি গ্রামটি বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?
৮. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হন কত সালে?
৯. বাংলা সাহিত্যে সনেটের প্রবর্তন করেন কে?
১০. কবি 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কী লিখেছেন?
১১. 'পদ্মাবতী' মাইকেল মধুসূদন দত্তের কোন ধরনের রচনা?
১২. 'একেই কী বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো' মাইকেল মধুসূদন দত্তের কোন ধরনের রচনা?
১৩. মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর কীর্তি কোনটি?
১৪. সব সময় কবির কার কথা মনে পড়ে?
১৫. 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার অন্ত্যমিল বিন্যাস লিখ।
১৬. 'দুগ্ধ স্রোতরূপী' কাকে বলা হয়েছে?
১৭. 'বিরলে' শব্দের অর্থ কী?
১৮. বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও সার্থক মহাকাব্য কোনটি?
১৯. সনেটের বৈশিষ্ট্য কী?
২০. কবি 'বঙ্গ জন' বলতে কাকে বুঝিয়েছেন?
২১. মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত পত্রকাব্যের নাম কী?
২২. সনেটের বাংলা প্রতিশব্দ কী?

১. যৌবনের উদ্দামতায় আত্মপ্রতিষ্ঠার মোহে রবি ইতালিতে পাড়ি জমায়। অনেক বছর দেশে যাওয়া হয় না। নগর-প্রান্তে নদীর ধারে নিজ গৃহে বসে আবসর মুহূর্তে তাঁর ঝাঁপসা দৃষ্টির সামনে ভেসে ওঠে স্বদেশের ছবি। বিশেষ করে নিজ গ্রামের বাড়ি-ঘেঁষা ছোট নদীটির কথা প্রতি মুহূর্তে মনে পড়ে তাঁর। কখনো কখনো ছুটে যেতে ইচ্ছে করে শৈশব ও কৈশোরের নদী তীরে কিন্তু ইচ্ছে করলেও তিনি যেতে পারেন না।

ক) 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটি কে রচনা করেছেন?

১

খ) কবির স্নেহের তৃষ্ণা মেটে না কেন?

২

গ) কবিতায় কবির এবং উদ্দীপকের রবির মধ্যে মানসিক অনুভূতির তুলনা কর। ৩

ঘ) 'যারা স্বদেশকে চিনে তারা বিশ্বকেও চিনতে পারে।' উদ্দীপক ও কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪